● [redacted] 1934 সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সৃষ্টি হয়। 1935 সালের পয়লা এপ্রিল থেকে এই ব্যাঙ্ক কাজকর্ম শুরু করে। প্রথমে এটি বেসরকারি কোম্পানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পর 1949 সালের পয়লা জানুয়ারী থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজকর্ম দু'টি বিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। একটি হ'ল **নোট প্রচলন বিভাগ** (Issue Department) এবং অপরটি হ'ল **ব্যাঙ্কিং বিভাগ** (Banking Department)। ব্যাঙ্কিং বিভাগ আবার কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত। প্রধান কয়েকটি উপবিভাগ হল ঃ কৃষি ঋণ বিভাগ, ব্যাঙ্কিং পরিচালনা বিভাগ, শিল্প মূলধন বিভাগ প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানাবিধ কাজ ক'রে থাকে। সেগুলোকে নিচে বর্ণনা করা হ'ল।

প্রথমত, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ কাগজী নোট প্রচলন। এক টাকার নোট এবং খুচরা মুদ্রা ছাড়া আর সমস্ত প্রকার কাগজী নোট ইস্যু করার একচ্ছত্র অধিকার দেওয়া হয়েছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500 এবং 1000 টাকার নোট বাজারে ছাড়ে। এক টাকার নোট, এক টাকার মুদ্রা ও অন্যান্য খচরা মুদ্রা ইস্যু করে কেন্দ্রীয় সরকার। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এগুলো বণ্টন করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। 1956 সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইন অনুযায়ী বর্তমানে 200 কোটি টাকার

সোনা, বৈদেশিক মুদ্রা ও সরকারী ঋণপত্র (তার মধ্যে সোনার মূল্য অন্তত 115 কোটি টাকা) জমা রেখে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন পরিমাণ নোট ইস্যু করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের টাকা রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জমা থাকে। সরকারের খরচ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফত হয়ে থাকে। সর কারের প্রতিনিধি হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারী ঋণ পরিশোধ করে এবং সরকারী ঋণের উপর সুদ দিয়ে থাকে। সরকারের প্রয়োজন হ'লে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারকে ঋণ দিয়ে থাকে। ব্যাঙ্কিং এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সরকারকে পরামর্শ দান ক'রে থাকে।

তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর ব্যাঙ্কার হিসেবে কাজ করে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করে। তেমনি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে রিজার্ভ জমা রাখে এবং প্রয়োজনে এই ব্যাঙ্কগুলোকে ঋণ দিয়ে সহায়তা করে। বর্তমানে তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলোকে তাদের মোট আমানতের একটা অংশ রিজার্ভ আকারে ব্যাঙ্কের কাছে জমা রাখতে হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই অনুপাতকে 3% থেকে 15% পর্যন্ত পরিবর্তন করতে পারে। এছাড়াও তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলোকে তাদের মোট আমানতের একটা অংশ নগদে, সোনায় অথবা অনুমোদিত ঋণপত্রে নিজেদের নিকট জমা রাখতে হয়। একে **বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত** (Statutory Liquidity Ratio বা SLR) বলে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো প্রয়োজনের সময় ঋণপত্র জমা দিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পেতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হ'ল বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোর শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা (Lender of the last resort)। এছাড়া অন্যান্য ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কার হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিকাশী ঘরের (Clearing house) কাজকর্মও সম্পাদন করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোনো ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষা করতে পারে। আবার, উপযুক্ত কারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কোনো ব্যাঙ্কের লাইসেন্স বাতিলও করতে পারে।

চতুর্থত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বৈদেশিক মূল্য নির্ধারণ করে। টাকার বৈদেশিক মূল্য অর্থাৎ অন্যান্য দেশের অর্থের সঙ্গে ভারতের টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এই বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ। বৈদেশিক বাণিজ্যের দেনাপাওনা নিয়ন্ত্রণ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কেই জমা থাকে। আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্যভুক্তির ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কই ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

পঞ্চমত, রিজার্ভ ব্যাঙ্কর প্রধান কাজ ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে হাতিয়ারগুলো ব্যবহার করে সেগুলো হ'ল ব্যাঙ্করেট, খোলা বাজারের কার্যকলাপ, পরিবর্তনীয় জমার অনুপাত এবং নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক ছাড়া অ-ব্যাঙ্ক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক প্রদত্ত ঋণকেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়া, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলোকে উপদেশ, পরামর্শ, অনুরোধ ইত্যাদির মাধ্যমেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাদের ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করে।

ষষ্ঠত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানা উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ক'রে থাকে। ভারতের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সাহায্য করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি অন্যতম কাজ। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার

সম্প্রসারণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাহায্য করে। নতুন ব্যাঙ্ক স্থাপন করতে হ'লে বা কোন ব্যাঙ্কের নতুন শাখা খুলতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন দরকার। এছাড়া, শিল্প ও কৃষির বিকাশে সাহায্য করাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজ। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রকে ঋণ দিয়ে সাহায্য করার জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কয়েকটি নতুন আর্থিক সংস্থা স্থাপন করেছে। কৃষির জন্য NABARD এবং শিল্পের জন্য IDBI-এর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া, রপ্তানি প্রসারের জন্যও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

সপ্তমত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অর্থনৈতিক সংবাদ ও তথ্য প্রকাশ করে। অর্থনীতির বিভিন্ন দিক সংক্রান্ত রাশিতথ্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়মিত প্রকাশ করে। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাসিক বুলেটিন, সাপ্তাহিক রিপোর্ট এবং বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে।

এছাড়া, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমীক্ষা ও অর্থনৈতিক গবেষণা চালানোও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কাজ। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য থেকে অর্থনীতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসেবে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ ক'রে থাকে। বস্তুতপক্ষে, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পরিধি দিন দিন বাড়ছে।